জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচী

ক. হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণা

রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবে হালদা নদীর বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। সারাদেশে মানসম্পন্ন রুই জাতীয় মাছের পোনার প্রধান উৎস এই হালদা নদী। পঁচাশি কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রাম জেলার মানিকছড়ি, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বুড়িশ্চরের নিকট কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে। উনিশটি প্রধান খাল যেমন - বেটি, আলুটিলা, মানিকছড়ি, মান্দাকিনি, লেলাং ফটিকছড়ি, সর্তা, বোয়ালিয়া, চাঁনখালি, সোনাই, ডোলাখালী, কাগতিয়া, পেরাখালী, মোগদাইর, আমতোয়া, মাদারী, বইজ্জাখালী, মদুনা ও কৃষখালী এবং অসংখ্য পাহাড়ী ছড়া যেমন- রামগড়, সুয়াবিল, বারমাইস্যা, মইজান ইত্যাদি এই নদীর পানির উৎস।

চিত্র: হালদা নদী

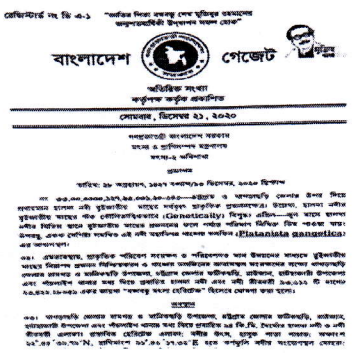

বাংলাদেশ গেজেট

চিত্র: বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ গেজেট

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে ৫ম। এ ক্ষেত্রে হালদা নদীর গুণগত মানসম্পন্ন রুই জাতীয় পোনা মাছের অবদান রয়েছে। হালদা নদীতে উৎপন্ন মাছের পোনা সারা দেশে ব্রুড তথা মা মাছ উৎপাদনসহ মাছ চাষে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক উপাত্ত ও বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সালের পূর্বে হালদা নদী থেকে বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার কেজি রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হতো। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট এবং পানি দূষণের কারণে হালদা নদী হতে মাছের নিষিক্ত ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পেয়েছে। হালদা নদীর প্রজননক্ষেত্র ক্রমশ: বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণার প্রস্তাবনায় প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সরকার কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৯৪ কি.মি. নদী এবং নদী তীরবর্তী এলাকাকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। এতে দেশে রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী অধিক গুরুত্বের সাথে সুরক্ষিত হবে যা পরবর্তীতে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

খ. ভ্রাম্যমান মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে মাছচাষে খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (স্বাদুপানি কেন্দ্র, লোনাপানি কেন্দ্র, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, নদী কেন্দ্র ও সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র) ও ৫টি উপকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ৩৮৩ জন মৎস্য উদ্যোক্তা, খামারী ও প্রান্তিক মাছচাষীকে সরেজমিনে খামারে গিয়ে মৎস্যচাষ বিষয়ক বিভিন্ন সেবা (পানির গুণাগুন পরীক্ষা, মৎস্য রোগ, মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টি, মৎস্য চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে। এতে খামারীরা ঘরে বসে সেবা পেয়েছে।

চিত্রঃ ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিক এর মাধ্যমে মাছচাষে খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান

গ. ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি এতিমখানার পুকুরে প্রদর্শন

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত কৈ মাছের সাথে শিং ও তেলাপিয়া মাছের চাষ শীর্ষক প্রযুক্তি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার খেরুয়াজানী গ্রামের আলহাজ জামাল উদ্দিন খান এতিমখানার ৩০ শতাংশ পুকুরে প্রদর্শন করা হয়। এতে হেক্টর প্রতি ৩২ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত মাছ এতিমদের মাঝে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

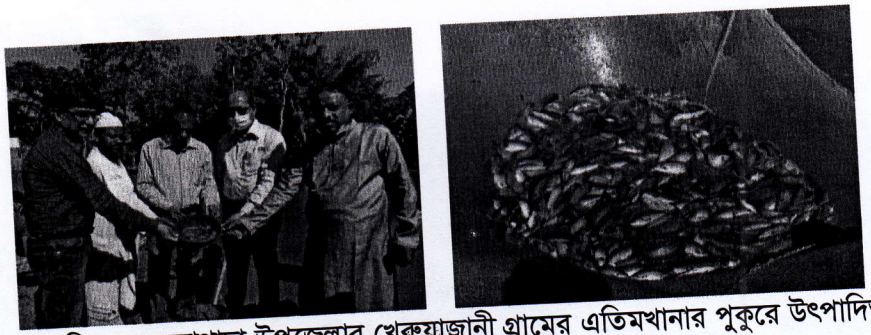

চিত্রঃ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার খেরুয়াজানী গ্রামের এতিমখানার পুকুরে উৎপাদিত মাছ

ঘ. ইনস্টিটিউটটে উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে অনলাইনে সেবা প্রদানঃ

আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ইনস্টিটিউট হতে FISHES IN CLOUD নামে ১টি ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়। উক্ত চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ইনস্টিটিউটরে উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্পর্কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্পর্কিত ১০টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যক্রম তরুণদের মাঝে মৎস্যচাষ বিষয়ক সাড়া জাগিয়েছে।

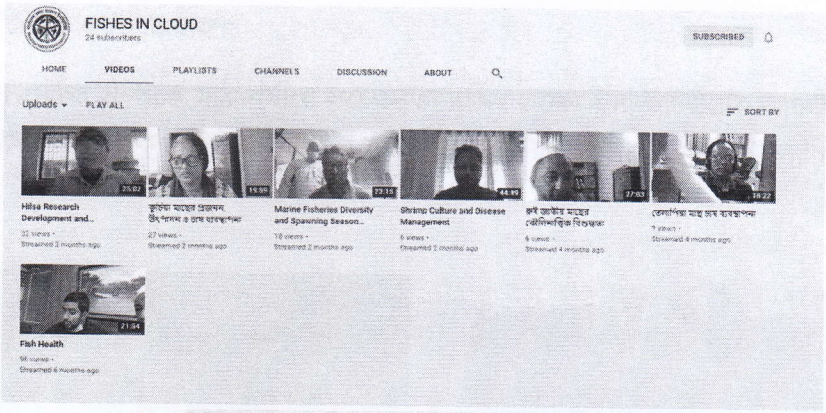

চিত্রঃ FISHES IN CLOUD এর মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান

ঙ. বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এই কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, সংগ্রাম ও সফলতা বিষয়ক বিভিন্ন বই, গবেষণা গ্রন্থ ও প্রকাশনা সংগ্রহ ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। কর্ণারে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য বইসমূহ হচ্ছে কারাগারের রোজনামচা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, আমার দেখা নয়াচীন, শেখ মুজিব আমার পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি, বঙ্গবন্ধুর একাত্তরের দিনগুলি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মহানায়ক ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু কর্ণারটি স্থাপনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন।

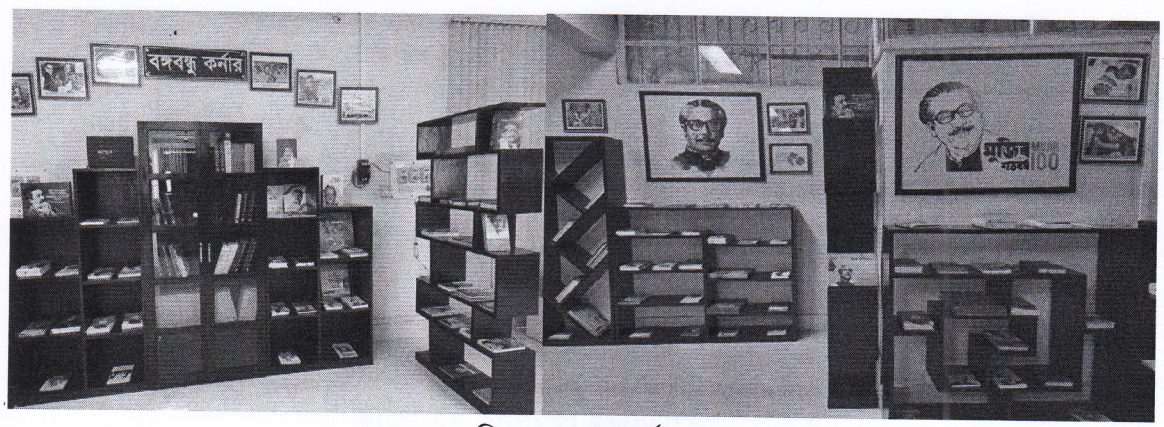

চিত্রঃ বঙ্গবন্ধু কর্নার

চ. মৎস্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রচার/প্রচারণা

গবেষণালব্ধ মৎস্য প্রযুক্তি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ডকুমেন্টারী লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র: লিফলেট ও বিলবোর্ড

ছ. প্রকাশনা

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে 'বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি নির্দেশনা' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনা মুদ্রিত হয়েছে। বইটিতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় ২৫ প্রজাতির ছোট মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আর্টিকেল সন্নিবেশিত আছে।এছাড়াও মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে 'ফিশারিজ নিউজলেটার' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত সংখ্যায় ''বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা" শীর্ষক একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।

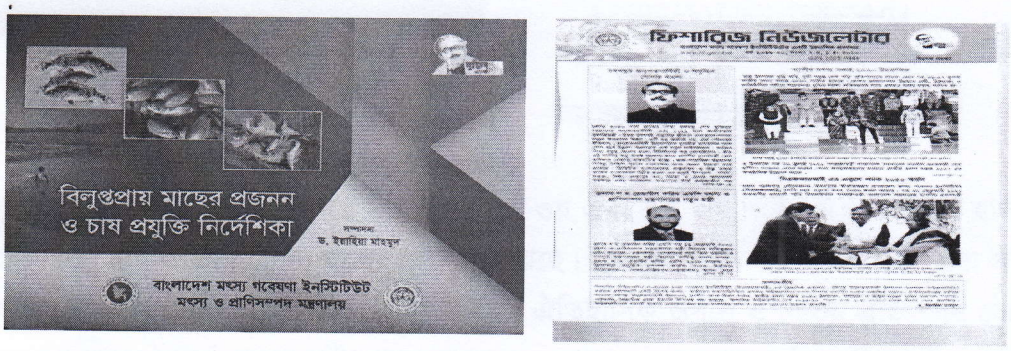

চিত্র: মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা।

06/02/2022
মোঃ সাইফুল ইসলাম
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ-২২০১